JAN. 7 2001

মাদ্রাসা হেফাজত কমিটি উলামাদের বৈঠক ডেকেছে

মাদ্রাসা হেফাজত কমিটি আজ রোববার বিকেলে দলমত নির্বিশেষে সব শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামার সভা আহ্বান করেছে। ফতোয়া সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়াসহ সব ধরনের ফতোয়া প্রদান অবৈধ ঘোষণা করার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির

বৈঠক : পৃষ্ঠা ২ : কলাম : ৫

বৈঠক : ডেকেছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেয়া রায়কে কমিটি 'হঠকারী' আখ্যা দিয়েছে।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ বাদ মাগরিব ৮৯/১-ই নয়াপল্টনে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় দফতরে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকালে লালবাগ মাদ্রাসায় আহ্বায়ক ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা হেফাজত কমিটির এক সভা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক ধর্মমন্ত্রী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মুফতী মোহাম্মদ ওয়াক্কাস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডা. মোখতার হোসেন, অপর নেতা মাওলানা নুরুজ্জামান, মুফতি মুহাম্মাদ তৈয়ব, মাওলানা আবুল কাশেম, মুফতী মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, মাওলানা যুবায়ের আহমদ এবং আবদুল্লাহ ওয়াছেল।

রায়দানকারী হাইকোর্টের দুই বিচারপতিকে মুরতাদ আখ্যায়িত করে মুফতী আমিনী কুরআন-হাদীস, মাদ্রাসা ও ইসলামের বিরুদ্ধে রায় দেয়ার জন্য তাদের অবিলম্বে বিচারপতির পদ থেকে অপসারণের দাবি করেন। তিনি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মুসলমানদের এদেশে কুরআন-হাদীস ও মাদ্রাসা বন্ধের রায় দিয়ে কেউ বিচারকের পবিত্র আসনে থাকতে পারে না।

মুফতী ওয়াক্কাস সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামকে সব ভেদাভেদ ভুলে এই রায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই রায় প্রত্যাহার করে তওবা না করলে কোন মুরতাদ এদেশের পবিত্র বিচারাঙ্গনে থাকতে পারে না।

ডা. মোখতার হোসাইন বলেন, ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাসে আঘাত করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে চরমোনাইর পীর সাহেব তাদের শক্তভাবে প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।